সমকাল

তারিখ 01 DEC 2013

# সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা এবং কিছু বিভ্রান্তির জবাব

ফখরুস সালাম সোহেল, সুজয় সুব্রত, সৌরভ রায়, কল্লোল তালুকদার, তৌসিফ নূর, নিক্সন কান্তি পাল
মো. তানজীম শামস, অনুপমা দাস, হাবিবুর রহমান সালমান, আহমদ হাসান নূরী
তাসমিয়া জান্নাত খান, মোহাইমিনুল হক পল্লব ও সানী আবদুল্লাহ

১৯৮৭ সালের ফাগুনের আগুন ঝরা সকালে সিলেটের পুণ্যভূমিতে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম। দেশের প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার ঊষালগ্ন থেকেই সেমিস্টার পদ্ধতি চালু, গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল, নতুন নতুন উদ্ভাবন, গবেষণা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বর্তমানে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় দেশের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মোবাইল খুদেবার্তার মাধ্যমে অ্যাডমিশন টেস্টে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে বর্তমানে দেশের তথাপ্রযুক্তি খাতে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন এবং তার প্রায়োগিক সহজলভ্যতার কারণে শাবিপ্রবি আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় শাবিপ্রবি যেভাবে দেশের সবচেয়ে সৃজনশীল বিদ্যাপীঠে উপনীত হয়েছে তার কৃতিত্ব এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, এলাকাবাসী সবার। এই সাফল্যের পথ মোটেও বন্ধুর ছিল না। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সিলেটের সব শ্রেণী-পেশার মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টায় দীর্ঘ কণ্টকময় পথ পাড়ি দিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আজ একটা শক্ত অবস্থানে দাঁড় করিয়েছি।

আমরা ঠিক মেলাতে পারছি না, সমন্বিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা হলে সিলেট অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা থেকে কীভাবে বঞ্চিত হবেন? পাশাপাশি এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা হলে কীভাবে শিক্ষার সুযোগ সংকোচনের আশঙ্কা আছে তাও আমাদের বোধগম্য নয়। এই ব্যাপারে সচেতন সিলেটবাসীর ব্যানারে যারা আন্দোলন করছেন তাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করছি। এই আন্দোলনের নেপথ্যে নেতৃত্বদানকারীরা কেন তাহলে অযাচিত এবং অযৌক্তিক দাবি আদায়ের এই নোংরা প্রয়াসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে এক প্রশ্নহীন মৃত্যুঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে চাইছেন, তা সত্যিই রহস্যজনক। আমরা মনে করি, ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে তাদের জোরালো অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

প্রচলিত পদ্ধতিতে কোনো আবেদনকারীকে আবেদনকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীরে গিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এতে করে যাতায়াত খরচ থেকে শুরু করে সবধরনের ভোগান্তি ছাত্রছাত্রীসহ তাদের অভিভাবকদের পোহাতে হয়। ফলে আর্থিক কারণে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের তাদের পছন্দের তালিকা থেকে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দিতে হয়। তাছাড়া একই দিনে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় অনেক ছাত্রছাত্রী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে তার উচ্চশিক্ষার পথ সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যাতে একই প্রশ্নপত্রে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের নিকটবর্তী কেন্দ্রে বসে ছাত্রছাত্রীরা তাদের আবেদনকৃত একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে।

এতে করে ভর্তির জন্য যে আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক ভোগান্তি পোহাতে হয় তা অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে। এটা ছাত্রছাত্রীদের জন্য অধিক সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। যেমন : এই প্রক্রিয়াটি সফল হলে সিলেট বিভাগের একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রী সিলেটে বসেই বাংলাদেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে। আর একটা ব্যাপার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে অনেকে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা এবং গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা এক বলে মনে করছেন। তাদের আশ্বস্ত করে বলছি, গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয় মেডিকেলে; সেখানে একটা সম্মিলিত মেধা তালিকা তৈরি করা হয় কিন্তু সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনকারীদের মধ্যে আলাদা আলাদা মেধাতালিকা তৈরি করা হবে এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। কাজেই এ পদ্ধতির কারণে কোনো শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনো

প্রশ্নই আসে না। মেধার ভিত্তিতে পূর্বে যেভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি হতো, সমন্বিত পদ্ধতিতেও শিক্ষার্থীরা একই নিয়মে ভর্তি হতে পারবে।

কিন্তু আমরা অতীব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, এই সুন্দর এবং সময়োপযোগী উদ্যোগকে বানচাল করার জন্য একটা মহল বিভিন্ন ধরনের আজগুবি ও কল্পনাপ্রসূত গুজবের মাধ্যমে সিলেটবাসী তথা সারাদেশের জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে, যা খুবই হতাশাজনক। যারা এ রকম অপপ্রচার ছড়ানোর মাধ্যমে স্বনামধন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছেন, তাদের প্রতি আমাদের সবিনয় অনুরোধ, দয়া করে সিলেটবাসীর মেধা ও মননকে অন্যের হাসির খোরাক হতে দেবেন না। আমরাও আপনাদের সন্তান, আমরা আমাদের মেধা দিয়েই নিজের জায়গা করে নিয়েছি এবং আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আমাদের অনুজেরাও কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের যোগ্যতা দিয়ে ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম লিখাবে। এবং আমরা দৃঢ়কণ্ঠে সবাইকে বলতে চাই, এই পরীক্ষা পদ্ধতির ফলে কারও কোনো ন্যূনতম ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই। এই অনাহূত পরিস্থিতির কারণে আমরা প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা বিব্রত এবং আমরা বিশ্বাস করি, সিলেটের নিরানব্বই ভাগ সচেতন মানুষ এই দাবির সঙ্গে একমত নয়। আমরা আমাদের দীর্ঘ শিক্ষাজীবনে সিলেটি হওয়ার কারণে কোনো বঞ্চনার শিকার হইনি এবং যদি দেখি কোনো কারণে সিলেটিদের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে তাহলে সর্বপ্রথম আমরাই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।

শাবিপ্রবি এবং যবিপ্রবির সমন্বিত ভর্তি কার্যক্রম সম্পর্কে দ্বিমত জানিয়ে কতিপয় 'সচেতন সিলেটবাসী' ভর্তি প্রক্রিয়া বানচাল করার অপচেষ্টা করে শুধু যে দেশবাসীর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করার হীন চেষ্টা করেছেন তা নয়, ভর্তিচ্ছু হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলেছেন। মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, 'সচেতন সিলেটবাসী' নামের সংগঠন গুচ্ছ পদ্ধতির বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হননি, তারা এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেটিদের জন্য কোটার অযৌক্তিক দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এ ধরনের অবাস্তব দাবি তোলা আক্ষরিক অর্থেই সিলেটবাসীর শতবর্ষের লালিত গৌরবোজ্জ্বল অতীতের গায়ে কালিমা লেপন করার নামান্তর। মনে রাখতে হবে, ব্রিটিশ-পাকিস্তান আমলে সিলেটিদের আলাদা একটা অবস্থান ছিল শিক্ষা-দীক্ষায়, মাঝে তাতে ভাটা পড়ে গিয়েছিল, এখন তা আবার শুরু হয়েছে, এটাকে কোনোভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। এখানে এ কথা বলা জরুরি যে, বিশ্ববিদ্যালয় কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি মালিকানার সম্পত্তি নয় যে সেখানে আঞ্চলিক কোটা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। আমরা শাবিপ্রবির সিলেট অঞ্চলের পুরনো শিক্ষার্থীরা এই অযৌক্তিক দাবির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমরা কোনো কোটা পদ্ধতির পক্ষে নই। আমরা আশা করব, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমন্বিত পদ্ধতির উপকারিতা এবং তার খুঁটিনাটি সামগ্রিক তথ্য সিলেটের অধিবাসীদের মাঝে জানানোর ব্যবস্থা করবেন।

কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই বিভিন্নভাবে ইস্যু তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার নগ্ন প্রয়াস আমরা অতীতেও বহুবার দেখেছি, অবস্থাদৃষ্টে এটাও তার ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে না। একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও নেই। যারা এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন এবং যারা এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন, তারাই জানেন কোন পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গল আসবে। কিন্তু ওইদিন মিটিংয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যার এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে ধরনের কটূক্তি ও বিষোদ্গার করেছেন তা খুবই দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত। শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মানুষেরা যদি এ রকম শিষ্টাচার বিবর্জিত আচরণ করেন তাহলে আমরা কাদের আদর্শ হিসেবে মানব? আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করে, রাজনৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে এবং আঞ্চলিকতার নবডঙ্কা বাজিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নাটকীয় কায়দায় বাধ্য করা হলো ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করতে। যার ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে এবং পরে বুধবার জরুরি বৈঠকে ভর্তি পরীক্ষা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ওইদিন রাতেই সচেতন সিলেটবাসীর পক্ষ থেকে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের জন্য তিন দিনের আলটিমেটাম দেওয়াসহ ভর্তি পরীক্ষার আগের দিন সিলেটে অবরোধ ও পরীক্ষার দিন হরতাল ডাকার হুমকি দেওয়া হয়, যা খুবই উদ্বেগজনক। রাতেই ক্যাম্পাসে বোমা-ককটেল হামলা চালানোর মতো নৃশংস ঘটনা আমাদের উদ্বেগ আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এসব ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার সম্ভাব্য আলামত কি-না, তাও ভেবে দেখতে হবে। পাশাপাশি কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের সঙ্গে এই ঘটনার কোনো যোগসূত্র আছে কি-না সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার। আমরা দেখেছি, দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক সংঘাত সত্ত্বেও শাবিপ্রবি প্রায় ভালোই চলছিল, অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো মাসের পর মাস বন্ধ না থেকে। ঘটনাপ্রবাহে মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই কোনো এক মহল এমন কিছু করতে চাচ্ছে, যাতে করে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি মুখ থুবড়ে পড়ে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র, বিশিষ্টজন এবং প্রশাসনের নীরবতা ও নির্লিপ্ততা আমাদের মনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন এবং সুরক্ষার প্রশ্নে আমরা কয়েকটা দাবি তুলে ধরছি। এক, সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা বহাল রাখা; দুই, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর স্থানীয় প্রশাসনসহ অন্যদের অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করা; তিন, শিক্ষকদের বাসভবন ও ছাত্রী হলসহ পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা; চার, ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তি কাটানোর জন্য সমন্বিত পদ্ধতির উপকারিতা এবং এর খুঁটিনাটি সামগ্রিক তথ্য সিলেটের অধিবাসীদের মাঝে জানানোর ব্যবস্থা করা।

○ লেখকগণ শাবিপ্রবির শিক্ষক এবং প্রাক্তন সিলেটি শিক্ষার্থী